যুব সমাজের অগ্রগতি

সবুজ সতেজ যুবসমাজ জাতির সর্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ অংশ। নবীন প্রানশক্তির অফুরন্ত উচ্ছাসে ভরপুর তাদের দেহ-মন। হৃদয়ে অসীম দু:সাহস। চোখে তাদের উদ্বিপনার জ্বলন্ত মশাল, বক্ষে অসম্ভবকে 'চ্যালেঞ্জ' করার দুর্জয় প্রতিশ্রুতি। প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরা এই তরুন গরুড়ের দল জাতির অসীম শক্তি ও সম্ভাবনার নির্ভীক প্রতীক ভবিষ্যতের চালিকা শক্তি।

প্রাক-স্বাধীন ভারতে বিভিন্ন বহি: শাসকগোষ্ঠি তাদের ঔপনিবেশিক শাসন নীতির মাধ্যমে তাদের তেজ বিকীর্ণ করেছে। রক্তচক্ষু ইংরেজ শাসন, শোষন অত্যাচার যার ভয়ে জননী ক্রোড়ে শায়িত শিশুচিত্ত পর্যন্ত কেঁপে উঠত।

পরাধীনতার অন্ধকারে নিমগ্ন জাতির হৃদয়কে কে অগ্নিমন্ত্রে উজ্জীবিত করে তুলেছিল? নির্দিধায় বলা যায় যুব সমাজ তথা যুবশক্তি। ভগৎ সিং, ক্ষুদিরাম, বিনয়-বাদল-দীনেশ প্রমুখ যুবক গোষ্ঠী দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনে 'মৃত্যুকে পায়ে ভৃত' করে মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছিল। প্রত্যেক জীব চায় স্বাধীন ভাবে বঁচাতে, স্বাধীন ভাবে মত প্রকাশ করতে, কিন্তু স্বাধীনতার উপর অপরের হস্তক্ষেপ সে কোন দিন মানে নি আর মানবেও না কারন স্বধীনতা জন্মগত অধিকার।

কিন্তু স্বাধীনতার ৬৪ বছর পর সেইসব প্রবল পরাক্রমী বহি: শাসকগোষ্টীর ঔপনিবেশিক শাসন আজ না থাকলেও দেশ আজও দুর্নীতির আচলে ঢাকা। সর্বত্র ফাঁকি, বন্চনা, প্রতারনা এবং অন্ধকারে জগতের আত্মঘাতী পথের গোপন হাতছানি। সমাজের প্রতিটি স্তরে, প্রতি পদক্ষেপে সুদখোর, মুনাফাখোর দালালদের হস্তক্ষেপ- দেশ আজ প্রবল অরাজকতার শিকার। এই দুর্যোগপূর্ণ অবস্তায় দাড়িয়ে যুব সমাজ আজ দিশাহীন। বাইরের প্রবল আঘাত এবং অন্তরের প্রান প্রাচুর্যের দুরন্ত তাড়নায় পথভ্রষ্ট হয়ে সে ক্ষতবিক্ষত। যে যুবসমাজ সত্যবাদী, সে আজ সত্যের সম্মুখিন হতে পারছেনা।

সমাজ তথা দেশ আজ অসাম্যতায় ভুগছে। একই যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও যুবসমাজের একাংশ বিলাসবহুল জীবন যাপন করছে, একাংশ আজ বেকার। কেন তারা বেকার? তাদের অপরাধটা কোথায়? অর্থের জোরে একাংশ আয়াসে জীবন অতিবাহিত করবে, বাকিরা কি নর্দমায় পড়ে থাকবে! যে যুবসমাজ সমাজের ধারক ও বাহক, অর্থ নেই বলে কি তারা মান মর্যাদা হারিয়ে ফেলেছে। দেশ আজ চরম বিশৃঙ্খল, যার ফলে দেশের উন্নতির পথে সৃষ্টি হচ্ছে অন্তরায়। উদাহরন স্বরুপ বলা যায় জাপান ভারতের তুলনায় অনেক ছোট একটি দেশ। কিন্তু উন্নতিতে কোন দেশ এগিয়ে-- জাপান। কেন এরকম হল? উদাহরনটা খুঁজলে বুঝা যায়- মূল কারন যুবসমাজ। জাপানের যুবশক্তি প্রচন্ড দক্ষ, শক্তিশালী, ফলে ক্ষুদ্র দেশটাও প্রবল শক্তিশালী।

সমাজে অশুভকাঙ্খী শক্তি মাথা চারা দিয়ে উঠেছে। সমাজের পিছিয়ে পরা বেকার যুবকদের তারা অর্থের লোভ দেখিয়ে ধ্বংশলীলায় যুবসমাজকে সামিল করছে। সংসারের চাপে, অর্থের লোভে নিজের জীবন পরোয়া না করেই এই যুব সমাজ তৈরি করছে পারমানবিক বোমা, মানব বোমার মতো জীবন হরনকারী অস্ত্র-শস্ত্র। এই ন্যয় নির্ভীকতার প্রতীক আজ অপরাধী। কিন্তু এই যুবসমাজ অপরাধী ছিল না।

ভারত বর্তমানে বিশ্বের উন্নত দেশগুলির মধ্যে একটি। চিকিৎসা, পরিবহন ব্যবস্থা, অস্ত্র-শস্ত্র সর্বক্ষেত্রে ভারত আজ শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এই শ্রেষ্ঠ দেশে যুবসমাজের প্রতি এত অন্যায় কেন? কেনই বা তারা অপরাধে মাতবে? কারন একটাই সাম্রাজ্যবাদী, কূটনীতিবিদ শক্তির দুর্নিবার লোভ

লালসা। এইসব যুব সমাজের মর্মতলে বিষ ঢুকিয়ে তার স্বার্থ চরিতার্থ করার আকাঙ্খা - যার ফল স্বরুপ যুবসমাজ ধুকছে মৃত্যুশয্যায়।

যুবসমাজের প্রান প্রাচুর্যের প্রবলতায় তারা জির্ণ জড়তাকে আঘাত করে, পুরাতনকে ভাঙ্গে, নতুনকে গড়ে। তারা ভালো-মন্দ সবকিছুর সম্মুখিন হয়। হাঁস নর্দমার জলে সাঁতার কাটে, কিন্তু সে নর্দমার খাদ্যবস্তু গ্রহন করে। ঠিক সেভাবেই যুবসমাজ যদি ভালোকে সার্বিক ভাবে গ্রহন করে এবং মন্দকে ফেলে দেয়, অসৎকামী শক্তিকে সমূলে উৎখাত করা যায় তাহলে অচিরেই যুবসমাজ শক্তিশালী হয়ে উঠবে। ফলে জাতি শক্তিশালী হয়ে উঠবে, কর্মহীনতা ও দু:খ-দুর্দশার অবসানে জয়লাভ করবে এক বিশাল প্রাণ, প্রানশক্তির সার্থক নিয়োগ ও তার স্বত:স্ফূর্ত বিকাশে সমৃদ্ধিময় ভারত রচনার স্বপ্ন সার্থক হবে।

--- স্বপন ধর